



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৩-২০১৪

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপথ (রাজউক)
এর ২০০৮-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৩-২০১৪

প্রথম খ-

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর : ২০০৮-২০১৩

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-১৪
৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৪
৬.	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশস) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশস) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ

(মাসুদ আহমেদ)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ঢাকা এর ২০০৮-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্টদের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকার সামগ্রিক লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের অংশ বিশেষ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো রাজউক এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কাজেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজউক এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ দূরীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যিক। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, সরকারি ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রিপোর্টটি দু'খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডে আপত্তি/অনুচ্ছেদসমূহের বিবরণীসহ ম্যানেজমেন্ট ইস্যু সন্নিবেশিত আছে এবং দ্বিতীয় খন্ডে সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট আকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকার আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখঃ বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংবেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সারসংবেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১.	গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাজউকের উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের ১৬ তলা বিশিষ্ট এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ কাজে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	২২,১১,৮৯,১৮২	৬
২.	ব্রীজ নির্মাণে অসমাপ্ত কাজের কার্যমূল্যের উপর জরিমানা আদায় না করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।	২,২৩,৩০,৫০০	৭
৩.	মাটি ভরাট কাজে সরেজমিনে পরিমাপ গ্রহণ না করে সম্পাদিত কাজ অপেক্ষা অতিরিক্ত মাটির বিল পরিশোধ করায় এবং জরিমানা আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৫৩,৬৭,৮২৪	৮
৪.	কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত করে সংস্থার খাতে জমা না করায় এবং অবশিষ্ট কাজের কার্যমূল্যের উপর জরিমানা আদায় না করায় রাজউকের রাজস্ব ক্ষতি।	৬৫,৭৭,৫৭৮	৯
৫.	আবাসিক প্লটকে অনাবাসিক রূপান্তরিত করার সময় কম হারে রূপান্তর ফি জমা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	২১,০৭,৩৯২	১০
৬.	দীর্ঘদিন যাবৎ আবাসিক প্লটকে অনাবাসিক বাণিজ্যিক কাজে প্লট ব্যবহার করা হলেও রূপান্তর ফি আদায় না করায় সুদ ও আসল বাবদ অনাদায়ী।	১৭,৩৯,৪৪,৭৬৪	১১
৭.	ঠিকাদারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্র বাতিল করা হলেও কার্যসম্পাদন জামানতের অর্থ, অবশিষ্ট কাজের জরিমানা এবং ধার্যকৃত বিলম্ব মাণ্ডল আদায় না করায় রাজউকের রাজস্ব ক্ষতি।	২,২৩,৬৪,৯৩২	১২
৮.	চুক্তি মোতাবেক কাজ সম্পাদন না করায় চুক্তি বাতিল করা হলেও পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত না করা এবং জরিমানা কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১,১৭,৪২,০২০	১৩
৯.	অনিয়মিতভাবে ৩ ও ৫ কাঠা আয়তনের প্লট বরাদ্দ করতঃ পরবর্তীতে আয়তন বৃদ্ধি করে ৭.৫ ও ১০ কাঠা আয়তনে প্লট বরাদ্দ করে সুবিধা প্রদান।	২০,২১,২৫,০০০	১৪
সর্বমোট=		৬৬,৭৭,৪৯,১৯২	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীবা অর্থ বছর	ঃ ২০১৩-২০১৪
নিরীষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) মতিঝিল, ঢাকা।
নিরীবার প্রকৃতি	ঃ কমপ্লায়েন্স অডিট।
নিরীবার সময়	ঃ ২৪-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২২-০৫-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীবা পদ্ধতি	ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে	ঃ জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ ;
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা ;
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় ;
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা ;
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লংঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা ;
- অনুমোদিত নকশা, ডিজাইন, স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ না করা ;
- সরকারি রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় ও জমা না করা ।

অনিয়ম ও ক্ষতিরসমূহের কারণ :

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধানসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন না করা ।
- কোডাল রুল ও বিধি বিধান পরিপালন না করা ;
- ত্রুটিপূর্ণ প্রাক্কলনের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান ও কাজ বাস্তবায়নের চেষ্টা ;
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও জরিমানা আদায় না করা ;
- রাজউক এর নিজস্ব বিধি বিধানসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন না করা ;
- প্লট বরাদ্দের নীতিমালাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন না করা ;
- সরকারি আদেশ ও নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন না করা ।

অডিটের সুপারিশ :

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করা আবশ্যিক ;
- কোডাল রুল পরিপালন করা আবশ্যিক ;
- Estimate সমূহ ত্রুটিমুক্ত হওয়া আবশ্যিক ;
- টাইম সিডিউল মোতাবেক কাজ সমাপ্ত হওয়া আবশ্যিক ;
- রাজউক এর নিজস্ব বিধি বিধানসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করা আবশ্যিক ;
- প্লট বরাদ্দের নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যিক ;
- রাজউক এর প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যিক ;
- সরকারি আদেশ ও নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা আবশ্যিক ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০১

শিরোনামঃ গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাজউকের উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের ১৬ তলা বিশিষ্ট এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ কাজে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে ২২,১১,৮৯,১৮২ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ :

- প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প অফিসের ২০০৮-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, বাজেট বরাদ্দ নথি, পিপির কপি, গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১০টি লটে ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন সংক্রান্ত নথি ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায়, গণপূর্ত ঢাকা জোনের ১০টি বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে উত্তরা ১৮ নং সেক্টরে ১৬ তলা বিশিষ্ট ১২৫০ বর্গফুটের এ টাইপ এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ কাজে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে ২২,১১,৮৯,১৮২ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১)।
বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় :
- প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় উত্তরা ১৮ নং সেক্টরে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৬ তলা বিশিষ্ট ভবনে ১২৫০ বর্গফুটের এপার্টমেন্ট নির্মাণের জন্য ১০টি লটে কাজ বাস্তবায়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের ঢাকা জোনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ঢাকা জোন উক্ত জোনের ১০টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব প্রদান করে। উক্ত বিভাগসমূহ মেসার্স এনা ডুঙ্গা এ-এইচ কনস্ট্রাকশন ফার্মকে সমুদয় কাজের কার্যাদেশ প্রদান করে। পরিশিষ্টে উল্লিখিত প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যে উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ৩০ মাস সময় প্রদান করা হয়। অর্থাৎ ৩১/০৮/২০১৪ খ্রিঃ এর ভিতর উক্ত কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা নির্ধারিত ছিল।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৭(১) মোতাবেক বিল পরিশোধের সময় ১০% হারে নিরাপত্তা জামানত কর্তন না করেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- কাজের অগ্রগতির অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- ত্রুটিপূর্ণ প্রাক্কলনের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি। কাজ শুরু পর ২০ মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মূল কাজের মাত্র .৩৩%-৫.৮৪% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। শুধুমাত্র পাইলিং কাজে এই দীর্ঘ সময় ব্যয় করা হয়েছে যা চুক্তির টাইম সিডিউলের পরিপন্থী।
- চুক্তির শর্তের ১৫(১) (b) ধারা মোতাবেক চুক্তি মূল্যের ১০% কাজ সমাপ্ত না করলে ঠিকাদারকে কোন বিল পরিশোধ করা হবে না উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও মাত্র .৩৩%-৫.৮৪% কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- বিল পরিশোধের আগে BUET কর্তৃক Load Test এর রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়নি।
- মেসার্স এনা ডুঙ্গা এ এইচ কনস্ট্রাকশন ফার্ম এর এই বিশাল কাজ সমাপ্ত করার মত জনবল ও অর্থবল না থাকা সত্ত্বেও টার্নওভার বেশী দেখিয়ে কার্যাদেশ প্রদান করায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- কাজের অগ্রগতির অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- চুক্তির শর্তের ১৫(১) (b) ধারা মোতাবেক চুক্তি মূল্যের ১০% কাজ সমাপ্ত না করলে ঠিকাদারকে কোন বিল পরিশোধ করা হবে না উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও মাত্র .৩৩%-৫.৮৪% কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় অফিস জবাবে জানায় যে, দরপত্র সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর পিডব্লিউডি এর সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ আরম্ভ করে। কিন্তু দাখিলকৃত ওয়ার্ক প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন না করায় পিডব্লিউডি এর সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে বার বার তাগিদ প্রদান করা হয়। তারপরও কাজের আশানুরূপ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি এবং অগ্রগতি সাধনে প্রতিশ্রুতি দিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ও কাজের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য তাগাদা প্রদান করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে চুক্তি বাতিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নহে। কারণ এই বিশাল কাজ করার মত যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের না থাকা সত্ত্বেও একই সাথে কয়েকটি লট উক্ত ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পিডব্লিউডি সঠিকভাবে তদারকি না করার কারণে কাজে গতি সঞ্চার করেনি, বরং ১০% কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করা হয়েছে। বিল পরিশোধের পর কাজ না করার কারণ দেখিয়ে চুক্তি বাতিলের নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। যা পারস্পরিক যোগসাজস বলে প্রতীয়মান হয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ কাজে ব্যয়িত উক্ত অর্থ কেন অনিয়মিত ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হবে না তার ব্যাখ্যা প্রদান এবং চুক্তি বাতিল করে ঠিকাদারের PG Encashment করার ব্যবস্থা গ্রহণসহ দায় দায়িত্ব নির্ধারণ হওয়া আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০২

শিরোনামঃ ব্রীজ নির্মাণে অসমাপ্ত কাজের কার্যমূল্যের উপর জরিমানা আদায় না করায় সংস্থার মোট ২,২৩,৩০,৫০০ টাকা রাজস্ব বতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা অফিসের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৪/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রকল্প পরিচালক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ লেক ও খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ কাজের টেন্ডার, সি এস, টেন্ডার মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কার্যাদেশ, বিল ভাউচার এবং অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায়, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ লেক ও খালের উপর ব্রীজ নির্মাণে টেন্ডার নং- আইএফটি-১২/২০০৮-২০০৯, প্যাকেজ নং-০২ এর ০৫ টি লটে কাজ সম্পাদনের জন্য টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন করতঃ সেপ্টেম্বর/২০০৯ খ্রিঃ সর্বমোট ২৩,৫৭,৬৪,০০০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ১৮ মাসের নির্ধারিত সময়সীমা গত মার্চ/২০১১ খ্রিঃ উত্তীর্ণ হয়েছে। কাজগুলি নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন না করায় এবং দীর্ঘদিন বন্ধ রাখায় চুক্তি বাতিল করতঃ সেপ্টেম্বর/২০১২ পর্যন্ত হালনাগাদ সম্পাদিত কাজের মূল্য ৮,৬৮,৯৪,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
- কিন্তু চুক্তিপত্র বাতিল করা হলেও চুক্তির সাধারণ শর্ত ৭৮.১ এবং ৭৯.১ অনুযায়ী অসমাপ্ত/অবশিষ্ট কার্যমূল্য ১৪,৮৮,৭০,০০০ টাকার উপর ১৫% হারে জরিমানা আদায় না করায় সংস্থার মোট ২,২৩,৩০,৫০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২)।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ লেক ও খালের উপর ব্রীজ নং-১৩, ১৭, ১৯, ২০ ও ২৩ PTSL-GBBL-JV এবং ATCO-BTBL-JV ঠিকাদারকে বিভিন্ন তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। যথারীতি ঠিকাদার কাজগুলি শুরু করেন। ব্রীজের কাজগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে আসার পর PTSL এর মালিক ০৮/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ইন্তেকাল করেন। ঠিকাদার মৃত্যুর পর জিসিসি ক্লজ নং-৪১ এর আওতায় Force Majeure বিবেচনা করে যে পরিমাণ কাজ করেছে তা যৌথ পরিমাপ করে কাজ থেকে অব্যাহতি চাহিয়া আবেদন করেন। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের ০৯/২০১২ তম সাধারণ সভায় কাজগুলির জিসিসি ক্লজ নং- ৭৮(১) এবং ৭৯ অনুযায়ী অসমাপ্ত কাজের মোট মূল্যের ১৫% জরিমানা করে চূড়ান্ত করণসহ বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখনও বিল চূড়ান্ত করা হয়নি, বিল চূড়ান্ত পরিশোধের সময় অবশিষ্ট কাজের ১৫% জরিমানা আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। কাজেই অবশিষ্ট কাজের জরিমানা বাবদ অর্থ আদায় করে তা হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন এবং সংস্থার হিসাবে হিসাবভুক্তির কপি প্রেরণ আবশ্যিক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- জবাব অনুযায়ী অবশিষ্ট কাজের জরিমানা বাবদ আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৩

শিরোনাম : মাটি ভরাট কাজে সরেজমিনে পরিমাপ গ্রহণ না করে সম্পাদিত কাজ অপেক্ষা অতিরিক্ত মাটির বিল পরিশোধ করায় সংস্থার ৫৩,৬৭,৮২৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, রাজউক এর আওতায় প্রকল্প পরিচালক উত্তরা (৩য় পর্ব), রাজউক, ঢাকা অফিসের ২০০৮-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, প্রাক্কলন রেজিস্টার ও প্রাক্কলন নথি এবং বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায়, মাটি ভরাট কাজে সরেজমিনে পরিমাপ গ্রহণ না করে সম্পাদিত কাজ অপেক্ষা অতিরিক্ত মাটির বিল পরিশোধ করায় ৫৩,৬৭,৮২৪ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় :-

- প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা ৩য় পর্বের ০৩ নং গ্রুপের মাটি ভরাট এর জন্য মেসার্স ছিদ্দিক এন্ড কোং লিঃ কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। সময় প্রদান করা হয় ০৬ মাস। কিন্তু উক্ত ঠিকাদার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও কোন প্রকার জরিমানা কর্তন না করেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- সরেজমিনে মাটির পরিমাপ গ্রহণ না করে ৮ম চলতি বিলে ৬,৫৬,০৬৮ ঘন মিটার মাটির মূল্য বাবদ ১৩,৫৮,৬৭,৫৪৭০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সরেজমিনে পরিমাপ গ্রহণ কালে দেখা যায় ৬,৩০,১৪৯ ঘন মিটার মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে ২৫,৯১৯ ঘন মিটার কম মাটি ভরাট করা সত্ত্বেও উক্ত মাটির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে প্রকৃত মূল্য ১৩,০৫,০৩,৯৯৮ টাকা অপেক্ষা ৫৩,৬৭,৮২৪ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩)।
- চুক্তিপত্রের শর্ত GCC-৬৮(১) অনুযায়ী বিলম্বে কাজ সমাপ্ত করলে চুক্তি মোতাবেক জরিমানা কর্তন করার বিধান থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় অফিস কোন জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- স্থানীয় অফিস জবাব প্রদান না করায় আপত্তি স্বীকৃতির শামিল। চুক্তিপত্রের শর্ত GCC-৬৮(১) অনুযায়ী বিলম্ব কাজের জন্য চুক্তিমূল্যের ১০% হারে জরিমানা আদায় করা হয়নি। জরিমানার টাকা আদায় হওয়া আবশ্যিক। সম্পাদিত কাজ অপেক্ষা অতিরিক্ত মাটির পরিশোধিত অর্থ আদায় হওয়া আবশ্যিক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আপত্তিকৃত অর্থসহ এবং বিলম্বে কার্য সম্পাদনের জন্য আরোপযোগ্য জরিমানা আদায় করতঃ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৪

শিরোনাম : কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত করে সংস্থার খাতে জমা না করায় এবং অবশিষ্ট কাজের কার্য মূল্যের উপর জরিমানা আদায় না করায় রাজউকের রাজস্ব ক্ষতি ৬৫,৭৭,৫৭৮ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা অফিসের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৪/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রকল্প পরিচালক উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পে লেক উন্নয়ন কাজের প্রাক্কলন, টেন্ডার, সিএস, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, বিল ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট কাজের নথি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায়, উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পে লেক উন্নয়ন কাজের টেন্ডার আহ্বানের মাধ্যমে ৮ নং লেকের উন্নয়নের নির্বাচিত ঠিকাদার মেসার্স এম এইচ খানকে চুক্তিমূল্য ৩,৯৫,১৯,৬৯২ টাকায় ১২ (বার) মাস সময় দিয়ে ২৫/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী গত ০৮/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখ কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা। কিন্তু কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখের দীর্ঘ ২ (দুই) বৎসর পরও কাজের অগ্রগতি মাত্র ২২.৩৭% ভাগ। দীর্ঘ ১৮ (আঠার) মাস সময় পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কাজেই ঠিকাদারের সাধারণ শর্ত ৭৮ অনুযায়ী ঠিকাদারকে বাতিল করতঃ কার্যসম্পাদন জামানত বাবদ ১৯,৭৫,৯০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে রাজউকের রাজস্ব খাতে জমা করা আবশ্যিক।
- বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, চুক্তিবদ্ধ কাজের ২২.৩৭% সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারকে ১ম চলতি বিলে মোট ৮৮,৪১,৮৩৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজের কার্যমূল্য (৩,৯৫,১৯,৬৯২ - ৮৮,৪১,৮৩৮) = ৩,০৬,৭৭,৮৫৪ টাকার উপর ঠিকাদারের শর্ত ৭৯.১ অনুযায়ী ১৫% জরিমানা বাবদ ৪৬,০১,৬৭৮ টাকা আদায়যোগ্য। অর্থাৎ কার্যসম্পাদন জামানত বাবদ ১৯,৭৫,৯০০ টাকা এবং জরিমানা বাবদ ৪৬,০১,৬৭৮ টাকাসহ সর্বমোট (১৯,৭৫,৯০০+৪৬,০১,৬৭৮)=৬৫,৭৭,৫৭৮ টাকা আদায়যোগ্য (পরিশিষ্ট-০৪ সংযুক্ত)।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তির জবাবে জানানো হয়েছে, ৮ নং লেকটি একটি চলমান খাল। খালের উক্ত অংশের পরবর্তীতে সকল পানি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের Retention Pond এ জমা হয়। ফলে উক্ত লেক কার্যপোযোগী থাকে বছরের ৪/৫ মাস। ঠিকাদারকে অগ্রগতি অনুযায়ী ১ম চলতি বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে কাজের মৌসুমে ঠিকাদারকে বেশ কিছু তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ঠিকাদার কাজটি শুরু করতে গড়িমসি করায় ইতিমধ্যে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে কাজটি বাতিল করে ঠিকাদারের ৭৯.১ অনুযায়ী যা যা করণীয় তা বিধি মোতাবেক করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ কার্যাদেশ অনুযায়ী লেক উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত সময় ১২ (বার) মাস হলেও প্রায় ৩ (তিন) বৎসরে কাজের অগ্রগতি মাত্র ২২.৩৭% এবং ১৮ (আঠার) মাসের অধিক সময় কাজটি বন্ধ রাখা হয়েছে। জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে, পরবর্তীতে কাজটি বাতিল করে ঠিকাদারকে অনুযায়ী যা যা করণীয় তা বিধি মোতাবেক করা হবে। কাজেই কাল বিলম্ব না করে কার্যাদেশ বাতিল করতঃ কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত করে এবং অবশিষ্ট কাজের কার্যমূল্যের উপর জরিমানাসহ রাজউকের খাতে জমাযোগ্য।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের কার্যসম্পাদন জামানত এবং অসমাপ্ত কাজের কার্যমূল্যের উপর জরিমানাসহ আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০৫

শিরোনাম : আবাসিক প্লটকে অনাবাসিক রূপান্তরিত করার সময় কম হারে রূপান্তর ফি জমা প্রদান করায় ২১,০৭,৩৯২ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ঢাকা অফিসের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে উত্তরা এন্ডেট-২ অফিসের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উত্তরা আবাসিক এলাকার ১১ নং সেক্টরের সোনারগাঁও জনপথের ৩৪ নং প্লটটি অনিয়মিতভাবে অনাবাসিক রূপান্তর করা হয়েছে এবং কম হারে রূপান্তর ফি পরিশোধ করায় ২১,০৭,৩৯২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে দেখা যায়, উক্ত রোডের আর কোন প্লটকে অনাবাসিক করার অনুমতি প্রদান করার কোন প্রমাণপত্র পাওয়া যায়নি। আলোচ্য প্লটটি অনিয়মিতভাবে অনাবাসিক এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৩৪ নং প্লটটি প্রথমে ৩ কাঠার প্লট ছিল। পরবর্তীতে আবেদনের ভিত্তিতে ৩ কাঠাকে ৫ কাঠায় রূপান্তর করা হয়েছে। ৩ কাঠার মূল্য প্রতি কাঠা ৩.০০ লাখ এবং ৫ কাঠার মূল্য প্রতি কাঠা ৪.০০ লাখ হিসেবে ৪×৫.০০ লাখ = ২০.০০ লাখ টাকা আদায়ের সময় কম টাকা আদায় করা হয়েছে। সুদসহ বকেয়া কিস্তির টাকা আদায় করা হয়নি।
- আবাসিক হতে অনাবাসিক রূপান্তর করার সময় কাঠা প্রতি ৪.০০ লাখ এর স্থলে প্লটের পূর্বের মূল্যের ওপর ২৫% হারে ৫,০০,০০০ টাকা জমা প্রদান করে অনাবাসিক রূপান্তর এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ৫ কাঠা \times ৪ লাখ = ২০.০০ লাখ টাকা আদায় করে অনুমতি প্রদান করার বিধান থাকা সত্ত্বেও (২০,০০,০০০ - ৫,০০,০০০) = ১৫,০০,০০০ টাকা কম গ্রহণ করে অনাবাসিক করার অনুমতি প্রদান করায় সংস্থার উক্ত পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- কিস্তির টাকা সুদসহ আদায় করা হয়নি। অতিরিক্ত ২ কাঠার মূল্যসহ মোট অপরিশোধিত ১৫,০০,০০০ টাকার ওপর ১২% হারে বিলম্ব সুদ বাবদ ৬,০৭,৩৯২ টাকা আদায় না করায় মোট ২১,০৭,৩৯২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫)।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় অফিস কোন জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব প্রদান না করা আপত্তি মেনে দেয়ার সামিল। আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে উহার প্রমাণপত্র সহ পরবর্তী অগ্রগতি জানানো আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং: ০৬

শিরোনাম : দীর্ঘদিন যাবৎ আবাসিক প্লটকে অনাবাসিক বাণিজ্যিক কাজে প্লট ব্যবহার করা হলেও রূপান্তর ফি আদায় না করায় আসল ও সুদ বাবদ ১৭,৩৯,৪৪,৭৬৪ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ঢাকা অফিসের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব ২৪/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২/৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান আবাসিক এলাকার সি ডব্লিউ এস (এ) ব্লকের ১ বিঘা ৫ কাঠা ৩ ছটাক আয়তনের প্লটের নথিটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ২৪/০৮/১৯৬০ সালে গুলশান আ/এ সি ডব্লিউ এস (এ) ব্লকের ১ বিঘা ৫ কাঠা ৩ ছটাক আয়তনের প্লটটি জনাব তাহের আবদুল্লাহ ভাইয়ের নামে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২১/০১/১৯৭০ সালে মিসেস ফাতেমা রহমানের নামে প্লটটি হস্তান্তর করা হয়। ২৬/০৬/২০০৮ তারিখে লিজ গ্রহীতা প্লটটি বিভাজন না করে আংশিক (১০ কাঠা) জেনেটিক লিঃ কে আমমোক্তার নিয়োগ করে। পরবর্তীতে গত ২১/১১/২০১০ ইং তারিখে বর্ণিত প্লটের অংশ (৫ কাঠা) জেনেটিক লিঃ কে আমমোক্তার নিয়োগ প্রদান করা হয়। প্লটটির অনাবাসিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য ১৪/০৭/১৯৯০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘকাল অনাবাসিক ব্যবহারের বাণিজ্যিক রূপান্তর ফি বাবদ বার বার পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও টাকা জমা প্রদান করা হয়নি। ফলে ৩১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ আসল+সুদ (১২৬৮৭৫০০০+৪৭০৬৯৭৬৪) = ১৭,৩৯,৪৪,৭৬৪ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬)।

অনিয়ম :

- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭ (এ) অনুযায়ী বিভাগীয় রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের। দায়িত্ব অবহেলার কারণে রাজস্ব আদায় না হলে বা রাজস্ব আদায় কম হলে তিনি/কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।
- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ৪/২০১৩ তম সভার দফা ৮৬.৩ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজউকের বিভিন্ন প্রকল্পের ইজারা গ্রহীতাগণ যে তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে তাদের আবাসিক প্লট/বাণিজ্যিক/অ-বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করছেন সে তারিখ হতে যে সময়ে যে পরিমাণ ফি ধার্য ছিল তার উপর প্রচলিত হারে সুদ/বিলম্ব ফি আদায় করতে হবে এবং ইতোপূর্বে আদায়কৃত ফি ফেরৎ প্রদান করা হবে না মর্মে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ১৪-১২-১৯৯০ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত হিসাব করে সুদসহ টাকা প্রদান করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে আমমোক্তার গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে রূপান্তর ফি বাবদ প্রাপ্য টাকার বিষয়ে ১ মাসের জন্য সময় বর্ধন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। বরাদ্দ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে আদায়যোগ্য রূপান্তর ফি প্রদানের জন্য ১মাস বর্ধিত সময় প্রদান করা হয়েছে মর্মে জবাবে বলা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় টাকার অঙ্ক বেশী হলেই যুক্তিসংগত দায়সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বরাদ্দ গ্রহীতা বকেয়া প্রদান না করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের দ্বারস্থ হয় এবং টাকা আদায়ের বিষয়টি অনিশ্চিততার মুখে পড়ে যায়। কাজেই সময় বর্ধন না করে দ্রুত টাকা আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বরাদ্দকৃত প্লটের যে কোন বিষয়ে দায় সৃষ্টির বিষয়টি যথারীতি পরিহার করতে হবে। অননুমোদিত বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কোন বিষয়ে কেবল মাত্র অর্থ পরিশোধ করেই নির্দিষ্ট সুযোগ/সুবিধা ভোগ করা যাবে এ মর্মে বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কঠিনভাবে প্রতিপালন করতে হবে। অনাদায়ী বকেয়া ফি হালনাগাদ সময় পর্যন্ত হিসাব করে তা আদায়পূর্বক রাজউকের হিসাবে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৭

শিরোনাম : ঠিকাদারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্র বাতিল করা হলেও কার্যসম্পাদন জামানতের অর্থ, অবশিষ্ট কাজের জরিমানা এবং ধার্যকৃত বিলম্ব মাশুল আদায় না করায় রাজউকের ২,২৩,৬৪,৯৩২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা অফিসের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৪/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পে ভূমি উন্নয়ন কাজের প্রাক্কলন, টেন্ডার, সি এস, চুক্তিপত্র বিল ভাউচারসমূহ সংশ্লিষ্ট কাজের নথি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায়, উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পে ভূমি উন্নয়ন কাজে টেন্ডারের মাধ্যমে নির্বাচিত ঠিকাদার মেসার্স ইভা ওভারসীজ কর্পোরেশনকে ১২,৩৩,৮৮,৫৮০ টাকার চুক্তি মূল্যে বিগত ২৮/০২/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ ১২ (বার) মাস সময় দিয়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে ঠিকাদার কাজ শুরু করলেও নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে না পারায় ৫০,০০০ টাকা বিলম্ব মাশুল আদায় স্বাপেক্ষে কয়েক দফায় ১৫/০৯/২০১২ পর্যন্ত সময় বর্ধন করা হয়। বর্ধিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও ১(এক) বৎসরের কাজ ৬(ছয়) বৎসরেও শেষ করতে না পারায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত ০৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ঠিকাদারের সংগে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের ৪র্থ চলতি বিলে মোট ৫,৭২,৮৯,০৩২ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ঠিকাদারের সংগে চুক্তিপত্র বাতিল করা হলেও ঠিকাদারী অনুযায়ী কার্যসম্পাদন জামানত বাবদ ১,২৪,০০,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। ঠিকার দফা চুক্তি ৭৯.১ অনুযায়ী চুক্তিমূল্য ১২,৩৩,৮৮,৫৮০ টাকার অবশিষ্ট (১২,৩৩,৮৮,৫৮০ - ৫,৭২,৮৯,০৩২) = ৬,৬০,৯৯,৫৪৮ টাকার উপর ১৫% হারে জরিমানা বাবদ ৯৯,১৪,৯৩২ টাকা এবং ধার্যকৃত বিলম্ব মাশুল বাবদ ৫০,০০০ টাকাসহ সর্বমোট (১,২৪,০০,০০০+৯৯,১৪,৯৩২+ ৫০,০০০) = ২,২৩,৬৪,৯৩২ টাকা আদায়যোগ্য হলেও তা আদায় না করায় রাজউকের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৭)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে চুক্তি বাতিল করার পরও বর্তমানে কাজটি চলমান আছে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ কাজটি ২৮/০২/২০০৭ তারিখের কার্যাদেশ অনুযায়ী ১(এক) বৎসর সময়ের মধ্যে সম্পাদন করার কথা কিন্তু ৬ (ছয়) বৎসরের অধিক সময়েও সম্পাদন না করায় গত ০৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ চুক্তিপত্র বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের জবাবে উল্লেখ করা হচ্ছে কাজটি বাতিল করার পরও বর্তমানে কাজটি চলমান আছে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে। অথচ দীর্ঘ ৭(সাত) বৎসরের অধিক সময়ের পর বাতিলকৃত কাজটি চলমান রাখা কতটুকু যুক্তিযুক্ত এবং অনিয়মিতভাবে কার্যসম্পাদনে কাজটির বর্তমান অগ্রগতিই বা কতটুকু তা উল্লেখ করা হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বাতিলকৃত কাজটি চলমান রাখার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অনিয়মিতভাবে সম্পাদিত কাজের বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা এবং আপত্তিতে উল্লেখিত অর্থ আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০৮

শিরোনাম : চুক্তি মোতাবেক কাজ সম্পাদন না করায় চুক্তি বাতিল করা হলেও পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত না করা এবং অবশিষ্ট কাজের জরিমানা কর্তন না করায় মোট ১,১৭,৪২,০২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, রাজউকের আওতায় প্রকল্প পরিচালক উত্তরা (৩য় পর্ব) আবাসিক শহর রাজউক ঢাকা অফিসের ২০০৮-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, পিপির কপি, প্রাক্কলন নথি ও বিল ভাউচারসমূহ যাচাইয়ে দেখা যায় যে, চুক্তি মোতাবেক কাজ সম্পাদন না করায় চুক্তি বাতিল করা হলেও পিজি বাজেয়াপ্ত না করা এবং অবশিষ্ট কাজের জরিমানা কর্তন না করায় (২৫,৪৬,০২০+৯১,৯৬,০০০) = ১,১৭,৪২,০২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮)।

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় :-

- প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা ৩য় পর্ব এর ৪৭ নং গ্রুপে নীচু জমিতে মাটি ভরাট কাজে মেসার্স মার্স সিভিলিটি এবং এসপিই -JV কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। সময় প্রদান করা হয় ১২ মাস। কিন্তু উক্ত ঠিকাদার ৪৮ মাস অতিরিক্ত সময় ব্যয় করেও চুক্তি মোতাবেক কাজ সম্পাদন না করায় চুক্তি বাতিল করা হয়। কিন্তু চুক্তি বাতিল করা হলেও দরপত্রের চুক্তির শর্ত ৭৮(১) মোতাবেক অবশিষ্ট কাজের ১৫% জরিমানা কর্তন না করেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- দরপত্র চুক্তির GCC-৭১(১) মোতাবেক বিলম্বে কাজ সম্পাদন করলেও চুক্তি মূল্যের ওপর প্রযোজ্য হারে জরিমানা কর্তন করা হয়নি। ফলে ঠিকাদার তার সম্পাদিত কাজের প্রায় অধিকাংশ টাকা বিলের মাধ্যমে উত্তোলন করে চুক্তি মোতাবেক কাজ সম্পাদন করেনি।
- চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে ৫০% জামানত ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। চূড়ান্ত পরিমাপ গ্রহণ না করেই ৫,৭৭,৪৯০ ঘন মিটার মাটির মূল্য বাবদ ৬,৭৪,৮৮,৪৭৬/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- চুক্তি বাতিল করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা সহ অন্য কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্থানীয় অফিস কোন জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব প্রদান না করা আপত্তি মেনে নেয়ার সামিল। চুক্তি বাতিল করা হলেও দরপত্রের চুক্তির শর্ত ৭৮(১) মোতাবেক অবশিষ্ট কাজের ১৫% হারে জরিমানা কর্তন না করেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে। জরিমানার সমুদয় টাকা আদায় হওয়া আবশ্যিক। অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত ব্যয়ের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ হওয়া আবশ্যিক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০৯

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে ৩ ও ৫ কাঠা আয়তনের প্লট বরাদ্দ করতঃ পরবর্তীতে আয়তন বৃদ্ধি করে ৭.৫ ও ১০ কাঠা আয়তনে প্লট বরাদ্দ করে ২০,২১,২৫,০০০ টাকার সুবিধা প্রদান।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১২-১২০১৩ আর্থিক সালের হিসাবের উপর নিরীক্ষা কার্যক্রম ২৪-১১-১৩ হতে ৩০-৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পূর্বাচল আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা, বিজ্ঞপ্তি, প্রসপেকটাস, বিভিন্ন মাসের মাসিক সভার বিবরণী, সংশ্লিষ্ট নথি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব শেখ আসাদুজ্জামান ২৯-০৪-০৯ তারিখ সরকারি চাকুরীজীবী কোটায় পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ০৫ কাঠা আয়তনের প্লটের জন্য আবেদন করেন। স্মারক নং-প্রশা-৬/রাজ-৬৬/৯৮/৩২৫ তারিখ-১৬-৬-১০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উত্তরা ৩য় পর্ব এবং পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৪৩ জনের তালিকা প্রেরণ করা হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- প্রশা-৩/১এম-২৬/২০০১/৪৬৩/১(৮) তারিখ -১৯-৩-২০০৯ এর মাধ্যমে জনাব আসাদুজ্জামানকে উক্ত পদে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয় এবং শর্ত আরোপ করা হয় যে, এ নিয়োগ দ্বারা তার চাকুরী কোনক্রমেই নিয়মিত বা আত্মীয়করণ করা যাবে না। ১৫-২-১২ খ্রিঃ তারিখে তিনি ৫ কাঠা আয়তনের প্লটের পরিবর্তে ৭.৫ কাঠা আয়তনের প্লটের জন্য আবেদন করেন। ২/১২তম সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে স্মারক নং-রাজউক/এস্টেট-৩/২২৫ তারিখ-১৮-৩-১২ এর মাধ্যমে ৭.৫ কাঠা আয়তনের প্লটের সাময়িক বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং স্মারক নং- রাজউক/এস্টেট-৩/৭.৫/৫৯৬ তারিখ-১৬-১০-১২ খ্রিঃ তারিখে অন্যান্য (রাজউক) ক্যাটাগরীতে কোড নং- ১৮২৩০৩ প্লট আইডি ০১-৪০৭-০১৬ এর মাধ্যমে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রেরণ করা হয়। ২৭-১১-১২ খ্রিঃ তারিখে তার প্লটটির লিজডিড সম্পাদন করা হয়।
- অনুরূপভাবে আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে প্রথমে ৩ কাঠা আয়তনের প্লট বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীতে বরাদ্দ গ্রহণকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বরাদ্দকৃত ৩ কাঠা আয়তনের প্লটের স্থলে ক্ষেত্র বিশেষে ৭.৫ কাঠা ও ১০ কাঠা আয়তনের প্লট পরিবর্তনের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ফলে পরিশিষ্টে বর্ণিত ১০টি প্লটের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষকে বর্তমান বাজার মূল্যে মোট ২০,২১,২৫,০০০ টাকার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯(১-২)]।

অনিয়ম (১) প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী একজন অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা। কিন্তু তাকে মন্ত্রণালয়ের কোটায় প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে।

(২) অস্থায়ী পদে নিয়োগকৃত কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের কোটায় প্লট বরাদ্দের সুযোগ নাই।

(৩) প্রথমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের কোটায় ৫ কাঠা এবং পরবর্তীতে আয়তন বৃদ্ধি করে অন্যান্য (রাজউক) কোটায় ৭.৫ এবং ৩ কাঠাকে ৭.৫ কাঠা ও ১০ কাঠা আয়তনের প্লট বরাদ্দ করার বিষয়টি বোধগম্য নয়।

(৪) প্লট বরাদ্দ আইন ১৯৬৯ এর পরিপন্থীভাবে প্লটের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ৩ ও ৫ কাঠা আয়তনের প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং রাজউক বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৩ ও ৫ কাঠার পরিবর্তে ৭.৫ ও ১০ কাঠা আয়তনের প্লট বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আবেদনকারীগণ আবেদন অনুযায়ীই ৩ ও ৫ কাঠা আয়তনের প্লট বরাদ্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের আবেদন/নিবেদনের ভিত্তিতে পুনরায় ৭.৫ কাঠা ও ১০ কাঠা আয়তনের প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত প্লটের আয়তন ঢালাওভাবে পরিবর্তন করা অডিটের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- রাজউকের প্লট প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী হওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তার জন্য মন্ত্রণালয় হতে অনুশাসন প্রদানকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ বরাদ্দকৃত প্লট বাতিল করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান আবশ্যিক।

.....বঙ্গদ
তারিখ :।
.....খ্রিষ্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।